বাজেটে কৃষি বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ ৯ দফা দাবিতে কৃষক সমাবেশ ও সচিবালয়ে অভিমুখে বিক্ষোভ

অর্থমন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ

বাজেটে কৃষি বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ ৯ দফা দাবিতে কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের সচিবালয় অভিমুখে বিক্ষোভ

বামপন্থি-প্রগতিশীল ৯টি কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের জোট 'কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদগ্যেদএর উ-' ১০ এপ্রিল '১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত কৃষক-ক্ষেতমজুরদের এক বিরাট সমাবেশে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, বাংলাদেশের উন্নতি-সমৃদ্ধির ভিত্তিভূমি এদেশের কৃষক ও ক্ষেতমজুরদেরকে রাষ্ট্র সিশক ঠকিয়েই চদশকের পর দ য়নেিন্দিদ্ধলছে। তারা উৎপাদন করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন কিন্তু প্রতিদানে তাদেরকে উৎপাদিত ফসলের লাভজনক দাম তোর দূরে থাক উৎপাদন খরচও দেয়া হচ্ছে না, সামান্য ঋণের টাকা আদায়ে সার্টিফিকেট মামলা দিয়ে তাড়িয়ে বেড়ানো হচ্ছে। খাসজমি ভূমিহীনদের পাওয়ার অধিকার, অথচ সেই জমি লিজ দেয়া হচ্ছে শিল্পায়নের নামে শহরের ধনী শিল্পপতিদের এবং অধিকাংশ দখলে রেখেছে শাসক দলের নেতাকর্মী ও স্থানীয় প্রভাবশালীরা।

কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদ ৯ দফা দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার কৃষক-ক্ষেতমজুর সমাবেশে যোগদান করেন। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল পল্টন-জিপিও-গুলিস্তান হয়ে সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরপরে একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে গিয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে।

কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দনের সভাপতিত্বে ও সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কৃষক সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট এসএমএ সবুর, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সভাপতি সাইফুল হক, ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন রেজা, কৃষক-ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক মনজুর আলম মিঠু, বিপ্লবী কৃষক সংহতির আনসার আলী দুলাল, কৃষক ফোরামের লিয়াকত আলী, কৃষক মজুর সংহতির আহ্বায়ক দেওয়ান আব্দুর রশিদ নিলু প্রমুখ। সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সভাপতি তান্ত্রিকসমাজ ,শুভ্রাংশু চক্রবর্তী ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, কৃষক-ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি রণজিৎ চ্যাটার্জি, ক্ষেতমজুর সমিতির সহকারী সাধারণ সম্পাদক অর্ণব সরকার। সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোটের শীর্ষ নেতা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অবদান রাখা প্রধান তিনটি খাতের একটি কৃষি। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ ভাগই কৃষিতে নিয়োজিত। কিন্তু সরকারের কৃষিনীতির দুর্বলতার কারণে আমাদের কৃষি এবং কৃষক হুমকিতে আছে। চাষের জমি ক্রমহ্রাসমান, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূলতা বাড়ছে। অন্যদিকে মনুষ্যসৃষ্ট সংকটও তাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৪.১০ শতাংশ। এই কৃষকরা বাংলাদেশকে বিশ্বের

মধ্যে সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ধান উৎপাদনে চতুর্থ, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু উৎপাদনে অষ্টম এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে দশম স্থানে নিয়ে গিয়েছে। খোরপোশের কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষি বিকশিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অপার সম্ভাবনা ও বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান থাকার পরও শাসকরা দেশের কৃষি-কৃষক ও ক্ষেতমজুরসহ গ্রামীণ মজুরদের উপেক্ষা করে আসছে। প্রতি বছর অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও জাতীয় বাজেটে প্রতি বছর কৃষি খাতের বরাদ্দ কমছে। ক্ষেতমজুরসহ গ্রামীণ মজুর দরিদ্র মানুষের জন্য সামান্য যা বরাদ্দ করা হয় তা প্রশাসনিক ও স্থানীয় দলীয় টাউট বাটপাররা লুট করে নিচ্ছে। অথচ এ দেশের কৃষি, কৃষক-ক্ষেতমজুরসহ গ্রামীণ মজুর না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। এই উদাসীনতা ও লুটপাটের কারণে দেশের কৃষক-ক্ষেতমজুরসহ গ্রামীণ মজুরের জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।

তবে আশার কথা হলো এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে গ্রামের গরিব মানুষ জেগে উঠছে। নানা সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে ঢাকার এই বিরাট সমাবেশ তার সত্যতা প্রমাণ করে। নেতৃবৃন্দ বলেন, কৃষক-ক্ষেতমজুরদের এই দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তির জন্য তাদের অধিকার আদায়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠছে তাকে আমরা এগিয়ে নেব।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এদেশের কৃষক কিনতে ঠকে, আবার বেচতেও ঠকে। কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের দাম ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে এবং কৃষি উৎপাদিত ফসলের বাজার ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়ার কারণে কৃষক কিনতে ঠকছে আবার বিক্রয়ের সময় সরকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ধান কেনায় কৃষক ফড়িয়াদের কাছে ধান বিক্রি করতে গিয়ে ঠকছে। তাই কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে বিএডিসির মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং প্রতি ইউনিয়নে সরকারিভাবে ক্রয়কেন্দ্র চালু করে খোদ কৃষকের কাছ থেকে লাভজনক দামে ফসল ক্রয় করতে হবে এবং বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এদেশের ক্ষেতমজুরসহ গ্রামীণ মজুররা সবচাইতে অবহেলিত জীবনযাপন করছে। তাঁদের নিজের জমিতে ঘর নেই, সারাবছর কাজের নিশ্চয়তা নেই, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি তাঁদের খাদ্য নিরাপত্তা নষ্ট করছে, বৃদ্ধ বয়সে কাজের সামর্থ্য না থাকায় এদের বেঁচে থাকা দায় হয়ে পড়ছে। বাঁচার চেষ্টায় এনজিও ঋণ নিয়ে জড়িয়ে পড়ছে ভয়াবহ মরণ ফাঁদে। এই মেহনতি মানুষের জন্য খাস জমি বরাদ্দের দাবি দীর্ঘদিনের অথচ খাস জমি তাঁদের বরাদ্দ না দিয়ে প্রভাবশালী বড়লোকদের দেয়া হচ্ছে। তাই অবিলম্বে খাস জমি প্রকৃত ভূমিহীনদের নামে সমবায়ের ভিত্তিতে বরাদ্দ, কৃষিভিত্তিক শিল্প নির্মাণ করে কাজের নিশ্চয়তা তৈরি, আর্মি রেটে গ্রামীণ রেশনিং চালু, ষাট উর্ধ্ব বয়সের মজুরদের জন্য পেনশন স্কিম চালু ও খাই খালাসি আইন করে এনজিও এবং মহাজনি ঋণ মওকুফ করতে হবে। জাতীয় বাজেটে সেফটি নেটের জন্য উপকার ভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং দুর্নীতি-দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ খেলাপিদের দায়মুক্তি দেয়া হলেও মাত্র ৫০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ বন্যা-খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ১ লাখ ৬৮ হাজার কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা ও ১২ হাজার কৃষকের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে হয়রানি করা হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ সমাবেশ থেকে অবিলম্বে সকল মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার ও ঋণ মওকুফ করার দাবি জানান।